

অজ্ঞান কখন ৬: ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে কি মিথ্যাবাদি হতে হয়?

-বিপ্লব

প্রথমেই বলে রাখি নাস্তিক-আস্তিকতা নিয়ে আলোচনা আমি সময়ের অপব্যয় বলে মনে করি এবং পৃথিবীটা আমার কাছে আস্তিকতা নাস্তিকতা নয়, সৎ আর অসৎ লোকে বিভক্ত। একজন নাস্তিক অসৎ লোক, আমার কাছে একজন আস্তিক অসৎ লোকের সমান ঘণ্য। আশা করি পাগলেও বলবে না ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক মাত্র সৎ-বরং উলটোটাই আমরা দেখি বেশী। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। এর পরেও যখন আমি দেখি কুকুরের লেজ সোজার করার মতন রায়হান পৃথিবীটাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা তা না হলে ডাটে ভাংতে চাইছে, তখন, মনে হলো আমি আরো আরেকবার দেখাই, রায়হানের সাম্প্রতিক আস্তিকতার বিজয় ঘোষণার আর্টিকলটার একটাই মানে হয়-ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলে আপনাকে মিথ্যাবাদি হতে হবে। গুলগাপ্পা মারতে হবে।

আমি রায়হানের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলাম কারণ বিজ্ঞান নিয়ে তার মিথ্যাভাষণ চূড়ান্ত অসহনীয় হয়ে উঠেছিল-পাঠকেরাও দেখেছেন নুন্যতম জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বিষয়ে যা তা গুলগাপ্পা মেরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা আমি হাতে নাতে ধরেছি। কেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করলো, না করলো তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না-কিন্তু লোকে যখন ঈশ্বরের সেবাদাস বা খোদার খাসি হয়ে মিথ্যা কথা বলে, তখন সেই ঈশ্বর বিশ্বাসের মূল্য কি? আস্তিক না নাস্তিক তা নির্ভর করে ঈশ্বরের সংজ্ঞার ওপর। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বানাতে আমি নাস্তিক -কারণ তা বিজ্ঞান বিরোধি চিন্তা। কিন্তু স্পিনোজা, বা সুফিদের আল্লা বা অদ্বৈতবাদের মতন ঈশ্বরকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপরসগন্ধ তথা ছন্দ হিসাবে ভাবলে, আমি আস্তিক। কারণ এটা সৌন্দর্যের প্রশ্ন-যা মানুষের রুচিগত ব্যাপার। সুতরাং পৃথিবীটাকে আস্তিক নাস্তিকে ভাঙা অত্যন্ত নিম্নমানের দার্শনিকদের কাজ। পৃথিবীটা আসলেই সৎ আর অসৎ, এই দুধরনের লোকে বিভক্ত। আস্তিক-নাস্তিক এই দুই দলে মানুষকে ভাঙা যায় না।

আমি ভেবেছিলাম রায়হান অধ্যায় অতীত-কারণ তার সব চালচাতুরী পাঠকদের সামনে তোলা হয়েছে। কিন্তু না! সেই এক ই লজিক-যার বিরুদ্ধে জাহেদ, অভিজিৎ এবং আমি লিখেছি এবং আমার একটাও যুক্তি খন্ডন করার মতন জ্ঞানও তার নেই, তা সত্ত্বেও সে তার সেই পুরানো কাসুন্দি এবার অন্যভাবে লিখে আরেকটা আর্টিকেল নামিয়েছে। যেন পাঠক তার কারসাজি ধরতে পারবে না। আমি দেখাবো একটা লোকের মিথ্যাচারন কোন পর্যায়ে নামলে এই ধরনের লেখা লেখে।

এবার রায়হানের লেখা পড়ুনঃ

Creator of the Universe)-এ বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস কি না'। জোরালো কিছু যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কোনভাবেই অন্ধ-বিশ্বাস বলা যেতে পারে না। তাছাড়াও প্রাগম্যাটিক ভিউপয়েন্ট থেকে অত্যন্ত জোরালোভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসই প্রকৃতপক্ষে একটি ইর্যাশনাল বিশ্বাস। এ নিয়ে পালটা কোন যুক্তি আসেনি এবং আসার কথাও না। সুতরাং আমরা ঘড়ির কাঁটাকে বিপরীত দিকে ঘুরাতে সক্ষম হয়েছি বলেই মনে করি।

সোজা লিখে দিল ওর লেখার বিরুদ্ধে কোন পালটা যুক্তি আসে নি। আমি, অভিজিৎ এবং জাহেদ ওর সব যুক্তি খন্ডন করেছি এবং প্রমাণ করা হয়েছে দর্শন এবং বিজ্ঞানে রায়হানের নুন্যতম জ্ঞানও নেই-এবং সে আমাদের বিরুদ্ধে নানান লেখাও লিখেছে। সেগুলো বেমালুম ভুলে লিখে দিল এর বিরুদ্ধে কোন পালটা

যুক্তি আসে নি!! লোকে কানা না অন্ধ? এমন একজন মিথ্যাবাদি, এরশাদের চেয়েও বড় বেহায়া ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে জগৎ এর কি মঞ্জল সাধন করবে? পাঠক মাত্র ই জানেন আমার লেখাগুলোর বিরুদ্ধে একটাও কোন লজিক দিতে সে ব্যর্থ। সে দূরে থাক -এটাও প্রমানিত ইন্টারনেট থেকে কি লজিক টুকেছে সেটাই সে বোঝে নি।

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/ignorant_Raihan.pdf
http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Random_madness.pdf
http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Raihan_riddle3.pdf
http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Raihan_madness4.pdf
http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Biplab_to_raihan5.pdf
http://www.satrong.org/content/religion/belief%20_and_%20no_%20belief_1_JA.pdf
http://www.satrong.org/content/religion/belief%20_and_%20no%20_belief_2_JA.pdf
http://www.satrong.org/content/religion/belief%20_and%20_no_%20belief_3_JA.pdf

উপরোক্ত সমস্ত আর্টিকলে তার সমস্ত যুক্তিকে শুধু নস্যাত্ ই করা হয় নি, দেখানো হয়েছে বিজ্ঞানে অত্যন্ত দুর্বল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, সে ইন্টারনেট থেকে টুকে ঈশ্বরের নামে অপবিজ্ঞান প্রচার করছে।

তার টেকনিক্যাল জ্ঞান শূন্য প্রমান হওয়ায় সে এখন তার এক্যাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তথা IEEE র পাবলিকেশন দেখিয়ে তার নিজের ভার বাড়ানোর চেষ্টা করছে। হয়রে! আই ট্রিপল ই র জার্নালের সংখ্যা শতাধিক এবং কনফারেনসের সংখ্যা বছরে হাজার। তাতে লাখে লাখে পেপার বেড়ায়-রাম শ্যাম যদু মধু, রায়হান, বিপ্লব সবাই পি এচ ডি করার সময় সেখানে পেপার ছাপায় যার ৯৯% ই কোন কাজের না (আই ট্রিপল ই র নিজের তথ্য)। মানুষ বিজ্ঞান শেখে মূলত স্কুলে এবং গ্রাজুয়েশনে। গবেষণা করাটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, যেটা দিয়ে আজকাল কিছুই প্রমাণ হয় না, আর তার সাথে এই বিতর্কেরও কোন যোগ নেই। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার সৎ দৃষ্টিভঙ্গীতে-তার ডিগ্রি, বংশপরিচয়, স্কুলে এগুলো কোন পরিচয় ই না। বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে কোন লাভ আছে? পারলে নিজের সততার প্রমাণ দে বাবা-সেটা অনেক কাজের।

আমি পরবর্তী কিস্তিতে দেখাচ্ছি, রায়হানের মধ্যে নূন্যতম সততাও অবশিষ্ট নেই। এবং ও যা লিখেছে তার একটাই মানে হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হলে মিথ্যাবাদি হতে হবে!

ঈশ্বরের এত বড় অপমান কেও করেছে বলে আমার জানা নেই।

[চলবে]